বিশ্বাস রাখা
৮ম পাঠ, ২৩শে মে, ২০২৬-এর জন্য

"আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।"

(ইব্রীয় ১১:১)

ঈশ্বরের জ্ঞান, বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনা আমাদের জীবনে রূপান্তরকারী উপাদান হয়ে ওঠার জন্য এগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ উপাদান থাকা আবশ্যক: বিশ্বাস।

বিশ্বাস ছাড়া এই উপাদানগুলো নিছক জ্ঞান অথবা অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

কিন্তু বিশ্বাস থাকলে, এগুলি এমন শক্তিশালী উপাদান যা আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে: “বিশ্বাসীর জন্য সবই সম্ভব” (মার্ক ৯:২৩)।

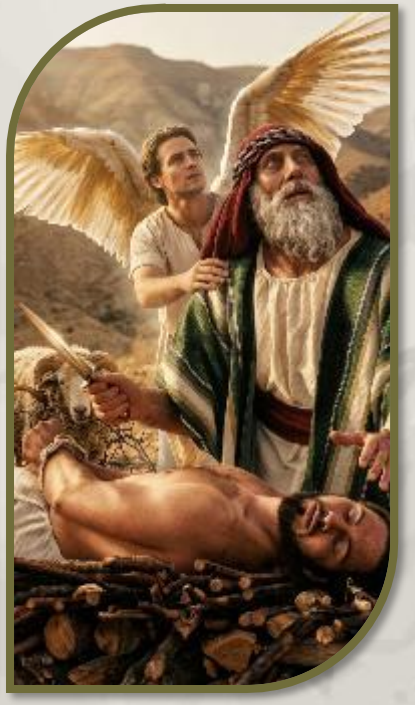

বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস :

- বিশ্বাস এবং চিহ্ন
- বিশ্বাসের পরিমাপ
- বিশ্বাস এবং অনুভূতি

বিশ্বাস কী?

- বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিকাশ
- যীশুর বিশ্বাস

বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস

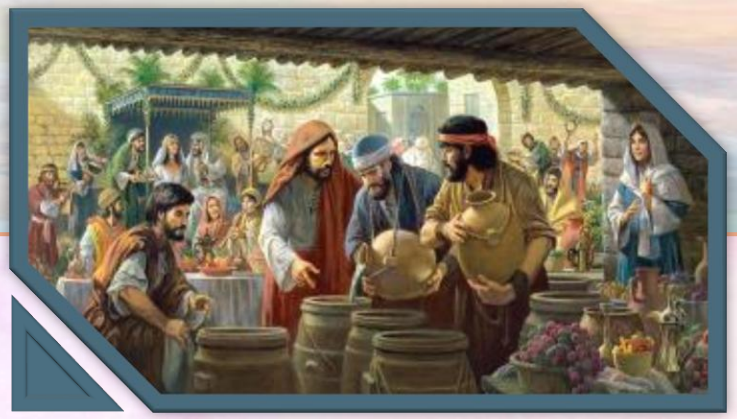

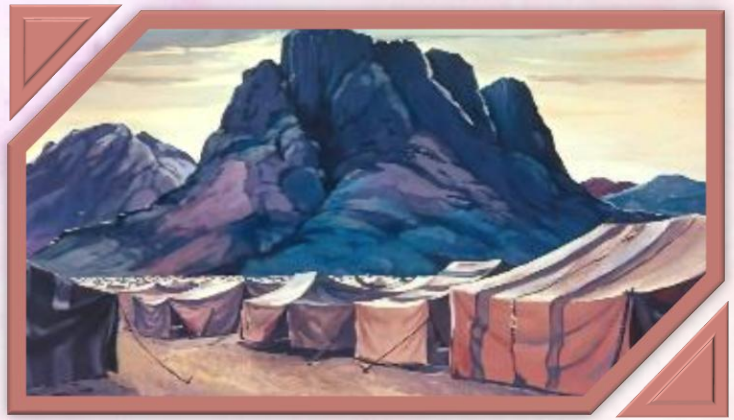

বিশ্বাস এবং চিহ্ন

" 'তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, চিহ্ন এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না।' " (যোহন ৪:৪৮)

চিহ্ন হলো একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন বা প্রকাশ যা কোনো ঐশ্বরিক বার্তার সত্যতা নিশ্চিত করতে বা ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে সমর্থন করার জন্য দেওয়া হয়। যদিও চিহ্ন বলতে সাধারণত কোনো অলৌকিক ঘটনাকে বোঝানো হয়—যেমন কানার বিবাহ (যোহন ২:১১)—তবুও ইস্রায়েল যে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য সিনাই পর্বতের সামনে শিবির স্থাপন করেছিল (যাত্রাপুস্তক ৩:১২), সেই ঘটনাটিও একটি চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

ফরীশীরা যীশুকে যেকোনো ধরনের একটি চিহ্ন দেখাতে বলল, যা প্রমাণ করবে যে তিনিই মসিহ, যাতে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে (মার্ক ৮:১১)।

যখন তারা তাদের বিশ্বাসের অভাবের সপক্ষে একটি চিহ্ন দেখতে চাইল, তখন যিশু অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন (মার্ক ৮:১২)। যখন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, তখন কোনো চিহ্নই তাকে বোঝাতে পারে না।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যে ও প্রকৃতিতে আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন, যাতে যে কেউ বিশ্বাস করতে চায় সে বিশ্বাস করতে পারে। তবে, সন্দেহের অবকাশ সবসময়ই থাকে। সেই কারণেই যিশু "যারা দেখেনি, তবুও বিশ্বাস করেছে" তাদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ দিয়েছেন (যোহন ২০:২৯)।

বিশ্বাসের পরিমাপ

"প্রভু কহিলেন, একটি সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তবে 'তুমি সমূলে উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও' এই কথা সুকামীন গাছটিকে বলিলে এ তোমাদের কথা মানিবে।" (লূক ১৭:৬)

বিশ্বাসের বিভিন্ন পরিমাপ রয়েছে:

প্রেরিতদের বিশ্বাস

"তোমাদের বিশ্বাস নেই কেন?" (মার্ক ৪:৪০)

পিতরের বিশ্বাস

"হে অল্পবিশ্বাসী!" (মথি ১৪:৩১)

পিতার বিশ্বাস

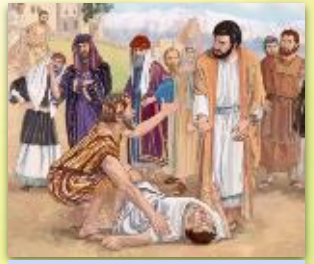

"আমার অল্প বিশ্বাসে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন" (মার্ক ৯:২৪)

কনানীয় নারীর বিশ্বাস

"তোমাদের বিশ্বাস মহান" (মথি ১৫:২৮)

শতপতির বিশ্বাস

"ইস্রায়েলের মধ্যেও আমি এমন মহান বিশ্বাস পাইনি" (লূক ৭:৯)

স্টিফেনের বিশ্বাস

"বিশ্বাসে পূর্ণ মানুষ" (প্রেরিত ৬:৫)

এটা স্পষ্ট যে, অবিশ্বাসের মূল উপড়ে ফেললে বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্দেহের জায়গায় ধীরে ধীরে দৃঢ় প্রত্যয় আসতে হবে। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত: "আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন" (লূক ১৭:৫)।

পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে, বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব যে, "তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে" (২ থিষলনীকীয় ১:৩)।

বিশ্বাস এবং অনুভূতি

"কেননা অনুগ্রহই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইছ; এবং ইহা আমাদের হতে হয় না, ঈশ্বরেরই দান;" (ইফিষীয় ২:৮)

বিশ্বাস কি একটি অনুভূতি নাকি একটি যৌক্তিক কাজ?

এই প্রশ্নের উত্তরটি গুরুত্বপূর্ণ। "আমি পরিত্রাণ পেয়েছি বলে অনুভব করছি" বলা এবং "আমি জানি আমি পরিত্রাণ পেয়েছি" বলা এক কথা নয়।

কিন্তু আসুন আমরা শুরু থেকে শুরু করি। বিশ্বাসের উৎস কী? বিশ্বাস ঈশ্বর থেকে আসে এবং তিনি তা আমাদেরকে উপহার হিসেবে দেন (রোমীয় ১২:৩; ইফিষীয় ২:৮)।

যখন আমরা সেই উপহারে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিই—যখন আমরা বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে শুরু করি—তখন সেই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আনন্দ, প্রশান্তি, আধ্যাত্মিক স্বস্তির মতো অনুভূতি সৃষ্টি করে...

কিন্তু বিশ্বাস নিজে কোনো অনুভূতি নয়; এটি হলো "নিশ্চয়তা" এবং "দৃঢ় প্রত্যয়" (ইব্রীয় ১১:১)। এটি আমাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে না। যখন আমি দুর্বল বোধ করি, অথবা মনে করি যে আমার পরিত্রাণ অনেক দূরে, ঠিক তখনই আমাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস প্রয়োগ করতে হবে।

বিশ্বাস কী?

বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিকাশ

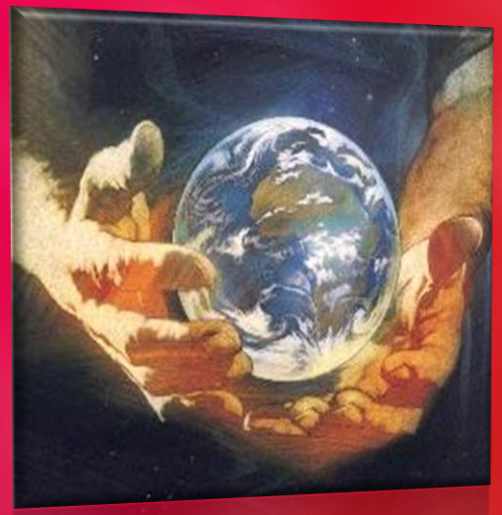

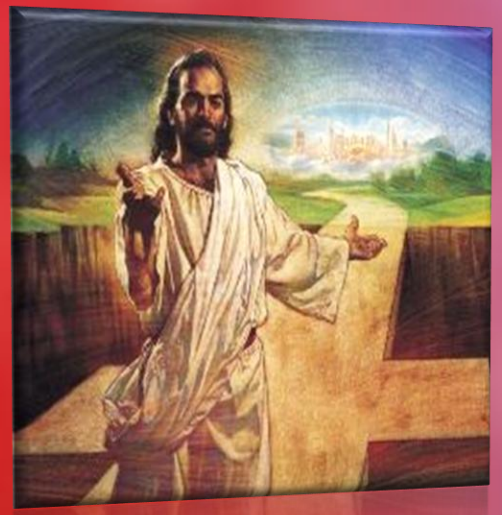

"আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।"
(ইব্রীয় ১১:১)

ইব্রীয় ১১:১, ৩ এবং ৬ পদ আমাদের বিশ্বাসের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা প্রদান করে। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণার সাথে বিশ্বাসের অনেক সম্পর্ক রয়েছে। এটি আমাদেরকে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও পুরস্কারদাতা হিসেবে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে।

অধ্যায়ের বাকি অংশে পৌল এমন অনেক পুরুষ ও নারীর বিশ্বাসের বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যারা আমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন, যেন আমরা পুরস্কারের অপেক্ষায় থাকাকালীন হতাশ না হই।

বিশ্বাস অনুশীলন করো, তা যতই সামান্য হোক না কেন (মথি ১৭:২০)।

বাইবেল অধ্যয়ন করুন (রোমীয় ১০:১৭)

ঈশ্বরের কাছে তা বৃদ্ধি করার জন্য প্রার্থনা করো (লূক ১৭:৫)

সন্দেহের বশবর্তী হয়ো না (মার্ক ৯:২৩-২৪)

অন্যদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমার বিশ্বাস স্থাপন করো না (মথি ২৫:৮)

পবিত্র আত্মার প্রতি সাড়া দেওয়া (গালাতীয় ৫:২২)

অভ্যাসগতভাবে আমার বিশ্বাস পালন করা (২ করিন্থীয় ৫:৭)

আমরা যেমন দেখেছি, আমাদের সবার বিশ্বাসের মাত্রা এক নয়। আমার যেটুকু বিশ্বাস আছে, তা অল্প হোক বা বেশি, আমি কীভাবে তাকে আরও বিকশিত করতে পারি?

যীশুর প্রতি বিশ্বাস

"এইস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ও যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে।" (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)

আমরা, বিশ্বাসীগণ যারা যীশুর প্রত্যাবর্তনের নিকটবর্তী সময়ে বাস করি, দুটি বিষয় দ্বারা স্বতন্ত্র যা আমাদের অবশ্যই 'রক্ষা' করতে হবে (অর্থাৎ, মান্য করা বা রক্ষা করা): যীশুর আজ্ঞাসমূহ এবং তাঁর বিশ্বাস (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)।

বিধান (আজ্ঞাসমূহ) এবং সুসমাচার (বিশ্বাস) পরস্পর জড়িত। বিশ্বাস ছাড়া আপনি মান্য করতে পারবেন না, আবার মান্য করা ছাড়া বিশ্বাসও করতে পারবেন না। কিন্তু "যিশুর বিশ্বাস" বলতে কী বোঝায়?

- যীশু ও তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য হোন।
- যীশুর সাথে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা
- আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যীশুকে রাখা
- আমাদের বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করা
- যীশুর উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে
- আমাদের জীবনে যীশুকে প্রতিফলিত করা
- তাঁর অনুগ্রহের উপহার গ্রহণ করুন

যীশুর উপর বিশ্বাস রাখার দ্বারা আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হই (রোমীয় ৫:১), পবিত্রীকৃত হই (প্রেরিত ২৬:১৮), এবং ঈশ্বরের সন্তান হই (যোহন ১:১২)।

“তাহলে, সঠিক পথে ধাপে ধাপে আপনাকে পরিচালিত করার জন্য প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনি আশ্বাস ও শক্তি লাভ করতে পারেন, কারণ আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনার হাত তাঁর হাতেই রয়েছে। আপনি “দৌড়াতে পারেন এবং ক্লান্ত হবেন না”; আপনি “হাঁটতে পারেন এবং অবসন্ন হবেন না,” কারণ আপনি বিশ্বাসের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন যে আপনার হাত খ্রীষ্টের হাতেই রয়েছে। আপনি হতাশায় ডুবে যাবেন না, কারণ প্রভুকে জানার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে আপনি যখন এগিয়ে চলবেন, তখন আপনি এই আশ্বাস পাবেন যে, যিনি তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসকারীদের কখনও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই আপনার নিত্য সহায়।”

EGW (Our Father Cares, October 27)